মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শহরমুখী বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে এগিয়ে আসুন

জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের জন্য অভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন নীতিমালা চাই

১. বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনে আপনার ভূমিকা আমরা স্মরণ করতে চাই

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর কোপেনহেগেন আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে আপনি জলবায়ু তাড়িতদের জন্য আন্তর্জাতিক প্রটোকল দাবি করেন। আপনিই বাংলাদেশে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের ভবিষ্যত সমস্যা ও সংকটের গভীরতা ও তীব্রতা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করছেন বলে আমরা মনে করি। আমাদের সেই ধারণাকে আরও বদ্ধমূল করেছে যখন আপনি কক্সবাজারের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণে উদ্দেশ্যে "কুতুবদিয়া বস্তি" নামে পরিচিত জলবায়ু উদ্বাস্তুদের (যারা ভাঙ্গনের কারণে কুতুবদিয়া দ্বীপ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কক্সবাজার বিমানবন্দরের পাশে বসবাস করছিল) পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনার সরকার জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন আরও গতিশীল হয়েছে। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের নিয়ে আপনার এই চিন্তা ও কর্মকৌশলের কারণেই আপনি জাতিসংঘের "চ্যাম্পিয়ান অব দা আর্থ" পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আপনার গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ 'নানসেন ইনিশিয়েটিভ' এর স্টিয়ারিং কমিটির সক্রিয় সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। গত অক্টোবর ২০১৫ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত 'নানসেন ইনিশিয়েটিভ'র বৈশ্বিক ফোরামে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কৌশল প্রণয়নে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। সুতরাং আমরা মনে করি, শুধু কুতুবদিয়া নয় সারা বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের কার্যকর পুনর্বাসনে আপনার সরকারের ভূমিকা বিশ্বে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের জন্য অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করার সুযোগ হতে পারে।

২. সাম্প্রতিক ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে ঢাকা শহরে অসংখ্য বস্তি রয়েছে এবং এসকল বস্তিতে হাজার হাজার পরিবার বাস করছে, যাদের বেশীর ভাগ জনগোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে স্থানান্তরিত হয়েছে। এরা মূলত উপকূলীয় এলাকায় নদী ভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা এবং দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বাধ্য হয়ে বস্তিগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। এসকল বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীকে কোন প্রকার পুনর্বাসন ছাড়াই অত্যন্ত অমানবিকভাবে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং বর্তমানেও উচ্ছেদের চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্প্রতি কল্যাণপুর বস্তি উচ্ছেদের ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কল্যাণপুর বস্তিতে কয়েক হাজার পরিবার বাস করছে, যারা ভোলা এবং অন্যান্য এলাকার নদীভাঙ্গনের শিকার হয়ে এই বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং বসবাস করছে। মাননীয় হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও আইন উপেক্ষা করে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়, যা একেবারেই অমানবিক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা পূর্বে এ ধরনের অনেক ঘটনা দেখেছি যে বস্তিবাসিদের উচ্ছেদে ব্যর্থ হয়ে সেখানে রাতের অন্ধকারে কৌশলে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেক দরিদ্র মানুষের প্রাণহানি এবং তাদের কষ্টার্জিত সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যদিও বিষয়টি চাক্ষুষ বা আইনগত প্রমাণের এই মুহূর্তে তেমন কোন সুযোগ আমাদের কাছে নাই, তবুও উচ্ছেদে ব্যর্থ হওয়ার পরের দিনই কল্যাণপুর বস্তিতে আগুন লাগানোর ঘটনা আমাদের মধ্যে এব্যাপারে যৌক্তিভাবেই সন্দেহের উদ্রেক করে। ফায়ার সার্ভিস এবং পুলিশের কার্যকর পদক্ষেপের কারণে তাৎক্ষণিক প্রাণহানি না ঘটলেও অনেক দরিদ্র পরিবারের সম্পদহানি ঘটেছে এবং তারা আরও দরিদ্র হয়েছে। কল্যাণপুর বস্তির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছে তার সুষ্ঠ তদন্ত হবে বলে আমরা আশা করছি।

৩. স্থানান্তরিত মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ ঠিকানা কোথায়?

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মনে আছে যে, ২০১৪ সালের জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনেও আপনি জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য আন্তর্জাতিক প্রটোকল দাবী করেছিলেন এবং এখনও করছেন। আপনি জানেন যে, জলবায়ু পবির্তনের কারণে বাংলাদেশে প্রায় ৩০-৪০ মিলিয়ন লোক তাদের বাস্তুভিটা হারাতে পারে

- ✓ প্রতি পাঁচজনে একজন উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে
- ✓ ঢাকার বস্তিগুলোর বেশির ভাগই জলবায়ু উদ্বাস্তু!
- ✓ বস্তি উচ্ছেদ সমাধান নয়, প্রয়োজন কার্যকর পুনর্বাসন

এবং অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। যদিও আপনার সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে । তার পরেও বাস্তুভিটা হারানো মানুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন না। কারন ভৌগোলিক কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপকূল এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। বাংলাদেশের ভোলা জেলাকে এর উদাহারণ হিসাবে সামনে নিয়ে আসা যায়। গত ১০-১৫ বছর ধরে ভোলা জেলার অধিকাংশ এলাকায় ভাঙ্গন হচ্ছে এবং কোন প্রকার অবকাঠামো উন্নয়নই এই ভাঙ্গন রোধ করতে পারছে না। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় আশংকা করা হয়েছে যে, আগামী ৫০-৭০ বছরের মধ্যে নদী ভাঙ্গনের কারণে ভোলা জেলা সম্পুর্ণরূপে বিলীন হয়ে যেতে পারে । সেক্ষেত্রে প্রায় ২-৩ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হওয়ার আশংকা রয়েছে। এর বাইরেও উপকূল এবং মূল ভূখণ্ডের অন্যান্য জেলাসমূহও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার হতে পারে এবং জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত পারে। এখানে আশংকার বিষয় হচ্ছে যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং ২০২৫ সাল নাগাদ আমাদের জনসংখ্যা হবে ২০-২২ কোটি। এখনই ঢাকার লোকসংখ্যার প্রায় ৩৫% বস্তিবাসী। তাহলে যে সকল জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হবে তাদের জায়গা কোথায় ও পুর্নবাসন কিভাবে হবে এবং সরকারের এক্ষেত্রে কৌশলই বা কি তা কিন্তু এখনও ধোয়াশাচ্ছন্ন। আর এই বিষয়গুলো জাতীয় উন্নয়ন কৌশলে সুনিদৃষ্ট করা না গেলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী বর্তমানের মতো ভবিষ্যতেও একইভাবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা অমানবিক সামাজিক এর্ব অর্থনৈতিক হয়রানির শিকার হবে বলে আমরা মনে করি।

৪. একটি সমন্বিত জাতীয় অভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা জানতে পেরেছি যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া অভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন নীতিমালা প্রণয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু উক্ত নীতিমালায় যারা তাৎক্ষণিকভাবে সাইক্লোন বা ঘুর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ধীরগতির ক্ষয়ক্ষতিজনিত প্রভাব যেমন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, জলবাদ্ধতা, খরা ইত্যাদি দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতি বিষয়সমূহ স্থান পায় নাই। আমরা মনে করি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতি ভবিষ্যতে একটি জাতীয় সমস্যা আকারে দেখা দিতে পারে। সুতরাং সরকারকে এখনই একটি সমন্বিত জাতীয় অভিযোজন নীতি এবং এর অংশ হিসাবে অভ্যন্তরীণ ও পুনর্বাসন নীতিমালা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সুষ্ঠুভাবে এ সমস্যাটি মোকাবেলা করা যায়। তাছাড়া আন্তর্জাতিকভাবেও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য অভ্যন্তরীণভাবে ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সকল দেশের প্রতি বৈশ্বিকভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং বাংলাদেশও এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুতরাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবী হচ্ছেযে, তিনি বিষয়টি নজরে রাখবেন এবং একটি পুর্নাঙ্গ ও সমন্বিত জাতীয় অভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন নীতিমালা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবেন। আমরা সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনা করার আবেদন করছি:

ক. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত বা উদ্বাস্তুদের তথ্য সংগ্রহ এবং এই ইস্যুতে দীর্ঘ মেয়াদে কার্যক্রম পরিচালনার মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে আমাদের দেশে। বর্তমানে ইউএনএইচসিআর বা জাতিসঙ্ঘের অন্য কোন সংস্থা এই ইস্যুতে কাজ করলেও জাতীয় কৌশল গ্রহণে তাদের তথ্য-উপাত্ত যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয় না। এ জন্য এই ইস্যু নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়েছে।

খ. জলবায়ু উদ্বাস্তুদেরকে কিভাবে পুনর্বাসন করা যায় তার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এখনই ঠিক করতে হবে। বাস্তুচ্যুতি জনগোষ্ঠীকে মর্যাদার সাথে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন করতে হবে। সরকারে প্রচলিত উন্নয়ন কৌশলের বাইরে এসে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কার্যকর ও টেকসই সমাধান খুঁজতে হবে। তাদের জন্য বিশেষ সচেতনতামূলক শিক্ষা, কারিগরী ও কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। এর ফলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী দেশে-বিদেশে তাদের প্রয়োজনে অভিবাসনে সমর্থ হবে এবং তা হবে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার ভিত্তিতে।

গ. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুতদের বেশীরভাগের মধ্যেই শহরের দিকে স্থানান্তর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষেত্রে শহর কেন্দ্রিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সরকারকে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এই পরিকল্পনার মধ্যে থাকতে পারে গৃহায়ন ব্যবস্থাপনা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ও কর্মসংস্থান সৃজন ইত্যাদি।

ঘ. জাতীয় অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ও পুনর্বাসন নীতিমালা তখনই কার্যকর হতে পারে যদি এটা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বস্তবায়ন নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত ও সমন্বিত করা হয়। সরকারের উচিৎ হবে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যু তদের ব্যবস্থাপনা বিষয়সমমূহ অন্তর্ভুক্ত করা।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া নেটওয়ার্ক এবং সংগঠনসমূহ

অর্পন, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইক্যুইটিবিডি, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, উদয়ন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ইউনিয়ন, কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ, কৃষাণী সভা, জাতীয় হকার্স ফেডারেশন, জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় শ্রমিক জোট, ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার, নাগরিক সংহতি, ন্যাশনাল ডমেস্টিক উইমেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পিএসআই, বিএএফএলএফ, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি,বাঁচতে শিখ নারী, বিপনেট-সিসিডিপি, রেডিমেট গার্মেন্টস্ ওয়ার্কার্স ফেডারেশন, লেবার রিসোর্স সেন্টার, শহীদ সেবা সংস্থা, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম, হাওড় কৃষক ও মৎস্য শ্রমিক জোট।

সচিবালয়: ইকুইটিবিডি, বাড়ী-১৩, রোড-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ: সৈয়দ আমিনুল হক, মোবাইল +৮৮০১৭১৩৩২৮৮১৫, রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল +৮৮০১৭১১৫২৯৭৯২